Sangbad Pratidin

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

সংবাদ প্রতিদিন | বুধবার ১৮ অক্টোবর ২০২৩

৬

চাষবাস

আবহাওয়া

১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রযোজ্য আগামী আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা

আগামী দিনগুলোতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.০ থেকে ৩৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৪ থেকে ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকতে পারে। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৪ থেকে ৯১ শতাংশ এবং বিকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৮ থেকে ৬২ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৩ থেকে ১১ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর দিক থেকে বইতে পারে।

ডাকবাক্স

চিঠি পাঠান: চাষবাস
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২
নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল
chasbas@sangbadpratidin.in

চুইঝালের কামাল

বাঙালির হেঁশেলে ঝালের রাজত্ব অনেক দিন ধরেই লঙ্কার দখলে। ঝালের আর এক অবতার রয়ে গিয়েছে দুয়োরানি হয়েই। সে হল চুই ঝাল (Piper chaba)। স্বাদে-গুণে লঙ্কার থেকে কোনও অংশে কম নয়। খুব বেশি যত্নআত্তির প্রয়োজন হয় না। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষ-আবাদ করলে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে আরও বাড়ানো যাবে। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক

সুস্মিতা মণ্ডী ও অধ্যাপক বিকাশচন্দ্র পাত্র।

দ্বিতীয় পর্ব

চাষ পদ্ধতি

উপযুক্ত স্থান নির্বাচনঃ যার বা অবেলা ছায়া জায়গাতে চুই ঝাল ভাল হয়। চুইঝালের গাছ জলাবদ্ধতা সইতে পারে না। তাই নিচু বা জল জমে থাকে এমন জায়গায় চুই ঝালের গাছ না লাগানোই ভাল। বড় কোনও বৃক্ষ জাতীয় গাছের পাশে চুইঝাল লাগানো উচিত। ১০টি গাছ লাগাতে প্রায় ১ শতক (১০০ শতক = ১ একর) জায়গা লাগে।

মাটি এবং আবহাওয়া

জল নিষ্কাশনের সুবিধা যুক্ত দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি এবং ছায়াযুক্ত উঁচু জমিতে সারাবছর চুই ঝাল ভাল ফল হলেও, দব বরনের উঁচু মাটিতে বিশেষ পরিবর্তন চুই ঝালের চাষ অসম্ভব নয়। চুইঝালের জন্য আলাদা কোনও মাটি বা জমির তৈরির প্রয়োজন নেই, সাধারণত ফল বাগান বা বৃক্ষ বাগানের পরিত্যক্ত মাটিই চুই ঝাল চাষের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত। শুধু খেয়াল রাখতে হবে বর্ষায় বা জমায় যেন চুইঝাল গাছের গোড়ায় জল না জমে। তাপমাত্রা ১০ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বৃষ্টিপাত মধ্যারি ৬ থাকু চলা চল যুক্ত ছায়াময় স্থানে চুই চাষ ভাল হয়।

কাটিং রোপণ

ভাল চুই গাছের কাটিং তৈরি করে চারা রোপণের আগে আলাদা শোধন করে নিতে হবে। ১ লিটার জলে ২ - ৩ গ্রাম ছোরাজন / বাভিস্টিন বা অন্য কোনও উপযুক্ত ছত্রাক নাশক রাসায়নিক মিশিয়ে কাটিং ৩০ মিনিট চুবিয়ে রাখার পর পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে কাটিং রোপণ করতে হবে। এতে পচনরোগ রোগ পেকার আক্রমণ হয় না বা অনেক কম হয় এবং লতা ভালো-ভাবে তেড়ে উঠতে পারে।

চারা তৈরির পদ্ধতি এবং রোপণ

বীজ, আল ও শিকড় থেকে চুই গাছের নতুন চারা হয়। ফল পাকলে তার উপরের নরম আবরণ ফেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে বীজ বের করে নিয়ে তা অন্ততপক্ষে আল থাকে। বীজবাহিত বীজ ছিটিয়ে কেয়ারো দেখল বীজ থেকে চারা জন্মায়। বাজে কাত ও শিকড়ের মিট কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে সেখান থেকেও চারা তৈরি হয়। কৃষকরা নিজেদের গাছ থেকে সরাসরাত কাটিং করে চারা তৈরি করে। যদি অন্যের কাছ থেকে চারা কিনতে হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি চারার দাম ১৫ - ২৫ টাকা হতে পারে। চুই আদের চারা ২০ দিনে মাটিতে লেগে যায়, আর ৪০ দিনেই আয়োরী গাছে উঠতে শুরু করে। আর ৬ থেকে ১১ মাস পরেই গোড়া থেকে প্রচুর শোড় বা সোরুকি ছাড়তে শুরু করে। শোড় বা সোরুকি শক্ত হলেই "গুটি কলম" করে বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শোড় বা সোরুকিতে "গুটি কলম" করলে অথবা শোড় বা সোরুকি বাতিলে, মাদার চুইঝাল গাছটি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বর্ষাকাল চুই আদের রাংশিস্থাপের উপযুক্ত সময়। তবে চুই আদের চারা সারা বছরই রোপন করা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) এবং আশ্বিন-কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাস এই দুইবার হল চুই আদের লতা রোপণের উপযুক্ত সময়। আয়াই হাত থাই তিন হাত ফাঁকে ফাঁকে চুই আদের চারা রোপন করা যায়। তবে প্রতি আয়োরী গাছের গোড়া থেকে এক বা দেড় ফুট দূরে, এক ফুট লম্বা উঁচু ঢিবিতে একটি করে চুই আদের চারা রোপণ করাই শ্রেয়। চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ২-৩ টি গিঁট যেন মাটির মধ্যে থাকে। চুই ঝাল গাছের চারার আয়োরী গাছ হিসেবে সাধারণ ৪০/৫০ ফুট উঁচু আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল গাছ নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও মেহগনি, কদম, শিমুল, ইউকেলিপটাস, আকাশমণি ইত্যাদি গাছের এগ্রোফরেস্ট্রি বা কৃষিজ অরণ্যে এবং সুপারি, নারকেল ইত্যাদি আবাদ সফলের উপর চুই ঝাল গাছ খুব ভাল ভাবে তেড়ে উঠতে পারে এবং এগ্রোফরেস্ট্রি বা কৃষিবনের জমি থেকেই অতিরিক্ত লাভ করতে পারবেন। তবে আম গাছে তেড়ে ওঠা চুই সবচেয়ে বেশি ভাল মানের (স্বাদের) হয়। ঝোট চুই গাছের গায়কে ছালল, হাঁস ও মুরগি এবং শুকর থেকে রক্ষা করতে বেড়া দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা আবশ্যক। তবে চুই আদের লতা বড় হয়ে গেলে কোনও রকম ঘেরার প্রয়োজন পড়ে না।

প্রক্রিয়াকরণেই প্রফিট

অপব্যয় এড়াতে এবং অফ-সিজনে ব্যবহারের স্বার্থে ভাল বাজার দর পাওয়ার জন্য ফল সংরক্ষণ, ফলের প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অব্যবহৃত ফলের জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন কৌশলের বিকাশ ও বিভিন্ন পণ্যে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এটির জনপ্রিয়তা অর্জন করা যেতে পারে। ভাল আয়ের সুযোগ রয়েছে ফলের প্রক্রিয়াকরণে। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক

পায়েল মাইতি এবং রাজদীপ মোহন্ত

ক) গুঁড়া

বেলের গুঁড়া তৈরি করতে, পরিপক্ক বেল ফলের টুকরা - ১ কেজি, পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (সংরক্ষক) - ১ কেজি দরকার। পরিপক্ক বেল ফল নিয়ে এবং খোসা এবং বীজ ইত্যাদি সরিয়ে টুকরো টুকরো করতে হবে। টুকরোগুলির সাথে প্রিজারভেটিভ মিশ্রিত করে এবং নৈসর্গিক ব্লিচিংইজেন্টে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭ ঘণ্টা শুকিয়ে নিতে হবে। টুকরোগুলোকে পিষে ৮৭-১০০টি জালের চালনি দিয়ে ছেঁকে পাউডারটি পাওয়া যায়। পাউডারটি যুক্ত মোড প্লাস্টিকের পাত্রে বা পাউচে পাক করে সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বেল ফলের মকরন্দ

বেল ফলের মকরন্দ তৈরি করতে চিনি, অ্যাসিড এবং জলের সাথে মজ্জা মেশানো হয়। ৩৪% মজ্জা, ২৫% চিনি এবং ০.৩% অ্যাসিডের একটি সংমিশ্রণ অবাঞ্ছ হয়ত্তোরণ পণ্য দেয়।

গ) জেলোম

বেলের জেলোম তৈরি করতে, মজ্জা -১ কেজি, চিনি - ১.১৫ কেজি, সাইট্রিক অ্যাসিড -৫ গ্রাম, জল - ৩০০ মিলি গ্রাম দরকার। বেল ফল থেকে মজ্জা বের করতে হবে। প্রয়োজনীয় চিনি হাল্কা গরম জলে গলিয়ে মসলিন কাপড় দিয়ে ফিল্টার করে অমেলা অপসারণ করুন। বেল মজ্জার সাথে চিনির দ্রবণ মেশান এবং ৭৮-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম করা হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে (অল্প পরিমাণ জলে দ্রবীভূত করতে হবে)। প্রাক জীবাণুমুক্ত বোতলে জেলোম পূরণ করতে হবে এবং সিল করতে হবে। পরিবেশনের জন্য চিনির চারা জল দিয়ে পাতলা করতে হবে। জাম (সিজিজিয়াম কুমিনি) সাধারণত জাম সবচেয়ে অবহেলিত ফলের একটি, যা এখন অনেকটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জামের সতেজতা এবং নিরাময়কারী বৈশিষ্ট্যগুলি এই ফলটিকে ভারতের একটি দরকারী ঔষধি গাছে পরিণত করে। ফলগুলি অ্যান্থোসায়ানিন একটি ভাল উৎস, হার্ট এবং লিভারের সমস্যার বিরুদ্ধে কার্যকারী ওষুধ। রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখতে প্রাকৃতিক উপায় হিসেবে জামের বীজের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাকা নরম ফল পানীয় হিসাবে প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে এবং এটির গাঁজনও করা যেতে পারে। একটি ভাল মানের জাম, জেলি এবং আচারও বানানো যায় জাম থেকে।

তৃতীয় পর্ব

জামের প্রক্রিয়াকরণ /মূল্য সংযোজন

১) জামের রস/জামের রস তৈরি করতে, জাম ফল- ১ কেজি, জল- আধা লিটার, সোডিয়াম বেনজয়েট- ১৫০ পিপিএম, প্রস্তুতি লাগে। জামের পাকা ফল সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলতে আগেই নষ্ট ফলগুলিকে বাদ দিতে হবে। এবার ফলগুলি জলে দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত গরম করার জন্য হিটারে রাখতে হবে। হিটার থেকে সরানোর পর, পাল্পার মেশিন দিয়ে পিষতে হবে। এরপর মসলিন কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে গাঢ় বেগুনি রঙের রস সংগ্রহ করে নিতে হবে। প্রিজারভেটিভ, অ্যাসিড এবং সিরাপ যুক্ত করে জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরতে হবে। ২৬ মিনিটের জন্য ৮৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পাস্তুরিত করা হয়। এভাবে জামের রস হয়ে গেলে আনেকদিন পর্যন্ত রেফ্রিজারেশনে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

শিউলির সাতকাহন

শিশিরভেজা সকাল আর শিউলি ফুলের সুগন্ধময় শীতল বাতাস জানিয়ে দেয় শরৎ এসে গিয়েছে। এই ফুল ও গাছের হরেক গুণ রয়েছে। শিউলি ফুল হলুদ রং তৈরি করতে ব্যবহার করা যায়। শিউলি গাছের পাতা নানা মুখোদায়ক সমস্যার চিকিৎসার জন্যে ঔষধ বা বড়ির মতো করে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। এর পাতায় থাকে ডি-মানিটল, ফ্লাভানোল গ্লুকোসাইডেজ এর মতো কেমিক্যাল কম্পাউন্ড। মাথার খুসকি দূর করতে শিউলি বীজ ব্যবহার করা হয়। শিউলির সাতকাহন লিখেছেন ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ এগ্রিকালচারের সহকারী অধ্যাপক ড. সৌরভ রায়।

'শিউলি ফুলের মালা গেথে পরাল রাতের বুকে ঐ। এমন রাতে একলা জানি সাথে জাগার সাথি কই...' বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শরৎকালে বিরহ ব্যথায় কাতর হয়ে এরকমই শিউলি ফুলের হারগুলি তুলে বলেছেন। শুধু তিনি নয়, বাংলা সাহিত্যে শরৎকালের অনুষঙ্গ যত বার এসেছে, সাহিত্যিকরা তাঁদের কলমে শিউলি ফুলকে টেনে এনেছেন ততবারই। শরৎ আর শিউলি ফুল যেন একে অপরের পোরক। সাংস্কৃতিক জীবন যখন সাঁতসেঁতে বর্ষা থেকে মুক্তি লাভের আশায় প্রতিক্ষারত থাকে, ঠিক তখনই শরৎ আসার খবর জানান দিয়ে যায় মাটির বুকে শিউলির বিছানা শরতের শিশিরভেজা সকাল আর শিউলি ফুলের সুগন্ধময় হাতছানি - এই দুই মিলিয়ে আমরা যেন এক অনন্য মুহূর্তের সাক্ষী থাকি এই সময়। শরতেরসময় আর শিউলি ফুলের সম্পর্ক অনেকটা গভীর, তাই তো দুর্গা পুজোর আগমনী সুরের মধ্যে দেওয়া হয় একে। পশ্চিমবঙ্গের "রাজ্য ফুল" বা 'স্টেট ফ্লাওয়ার' এর তকমা রয়েছে শিউলি ফুলের। শিউলি গাছ আসলে একবর্ষজাত গুল্ম বা shrub। এই গাছের কত নাম! কুগর বাকল ছাড়া সেটিই থাকে এবং এই গাছ সর্বাধিক ১০ মিটারের মত লম্বা হতে পারে। এই গাছের সৌরভ অতি অভিজিন হল দক্ষিণ এশিয়া। কারণ মূলত এই অঞ্চলেই এই গাছের আধিক্য সর্বাধিক দেখে পড়ে। এটি তক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব হাইমালয় থেকে বাংলাদেশ, ভারত, উত্তরে নেপাল ও পাকিস্তান পর্যন্ত এলাকা জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। ইংলো-চিন, হিমালয় এবং আসা-সুমাত্রা অঞ্চলের শুষ্ক পর্ণমোচী বন এবং পত্রঝরার বনে এর আদি নিবাস। ফিলুরার অভিবাসীরা আসাধ্যতা এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জানার জন্য উদ্ভিদটি ব্যবহার করে শিউলি গাছের পাতা ৬-৭ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে ও সমান্তরাল রাখের বিপরীতমুখী থাকে। সুগন্ধি এই ফুলে থাকে পাঁচ থেকে সাতটি সাদা বৃন্তি ও মাঝে হলদে-কমলা টিউবের মত বৃন্ত। ফুল গুলো এক থোকায় বা ক্লাস্টার এ ফুটে ওঠে। ফল দুই সেন্টিমিটার বা ০.৭৯ ইঞ্চি বাদামী থেকেলাল কমপুল থেকে হালকা বাদামী হাবলিতের আকৃতির হয়ে থাকে এবং দুটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি লোবে একটি করে বীজ থাকে শিউলি ফুল এর বিজ্ঞানসম্মত নাম Nyctanthes arbor-tristis. লাতিন ভাষায় genus Nyctanthes কথাটির মানে হল "সন্ধ্যায় কেঁদে" এবং species arbor-tristis-এর মানে হচ্ছে বিষণ্ণ গাছ। সন্ধ্যায় বা প্রদোষকালে কেঁদে তার উদ্ভবকালে ঝরে যাওয়া ফুলের মধ্যে শিউলি গাছ যেন দুঃখি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায়, তাই শিউলি গাছের এমন নামকরণ করা হয়েছে। শিউলিকে কখনও কখনও 'tree of sorrow' বা 'tree of sad-ness' বা 'দুঃখের বৃক্ষ'-ও বলা হয় কারণ বিকাল আসো যাওয়ার সাথে সাথে এই ফুলের নিজস্ব দীপ্তি ও উজ্জ্বল হ্রাস পায় তিনু শাস্ত্র মতে শিউলির ফুলের আরেক নাম পারিজাত। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে শিউলি ফুলকে পারিজাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী, কৃষ্ণের দুই স্ত্রী- সত্যভামা ও রুক্মিণীর খুব ইচ্ছে বাগানে বাগানও পরিজাতের গাছে আমেদিত হোক। কিন্তু পারিজাত তো স্বর্গের পোরা! কৃষ্ণ স্ত্রীদের খুশি করতে চান। তাই কুকিয়ে স্বর্গের পরিচালকে বৃক্ষ থেকে একটি ডাল তেঙে এনে সত্যভামার বাগানে রোপণ করেন, যার ফুল রুক্মিণীর বাগানেও ঝরে পরে সুগন্ধ ছড়ায়। এদিকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তো ঘটনাটি জেনে খুব রেগে যান! তিনি কিন্তু অবতারের উপর গোপনে ক্রুদ্ধ ছিলেন। এই কারণে তিনি কৃষ্ণকে শাস্ত দেন কৃষ্ণের বাগানের পারিজাত বৃক্ষ ফুল দেবে ঠিকই কিন্তু ফল কোনদিন আসবে না, আর বীজো কখনও নতুন গাছের সন্ধান হবে না। এর সাথে সাথে আরেকটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। পারিজাতিকা নামে এক রাজকন্যা সূর্যের প্রেমে পড়ে তাকে কামনা করেন, কিন্তু শাপ দেন তাঁকে পান না, তাই তিনি আত্মহত্যা করেন। তার দেহের ভস্ম পরিজাতবৃক্ষ বা শিউলি গাছ রূপে গুটি ওঠে, যে দিন নিশাথ সূর্য প্রেমের প্রতীক। সূর্যের স্পর্শ মাত্র যে করে পড়ে অশ্রুবিন্দুর মত। বলা বাহুল্য, হিন্দুদের পুজোয় একমাত্র শিউলিই এমন ফুল যেটি মাটিতে ঝরে পড়লেও তাকে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়ে থাকে। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, সমুদ্র মন্থন থেকে পরিজাত (Parijat Flower) বা শিউলি গাছের উদ্ভব হয়।

আর সেই সমুদ্র মন্থন থেকেই মা লক্ষীও আবির্ভূতা হন। কথাদেবী লক্ষীদের এই শিউলি গাছ খুবই প্রিয়। তাই মা লক্ষীর পুজোয় পদ্ম ফুলের পাশাপাশি শিউলি ফুলও অর্ঘ্য করা হয়। ইন্দ্র স্বর্গে পারিজাতের অপৌরুষ বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। যাত্র শাস্ত্রের অনুযায়ী তাই এই গাছ দীর্ঘায়ু দেয় বলে বিশ্বাস। এছাড়া এই গাছ ঘুরে গাছের কন-সম্পর্ক আছে। পারিজাত গাছ ঘরে লাগালে মানসিক চাপ দূর হয় এবং ধনসম্পত্তি বজায় থাকে শিউলি ফুল হলুদ রঙ হয়ে পড়িয়েছে, কারণ জনশ্রুতিতে, শিবায়ন ও নবগ্রহানের এই যুগে মাথাপিছু জমির পরিমাণ সন্তোষজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যাতে তাই টবে শিউলি গাছ লাগানোর প্রচলন জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিলে গাছ লাগানোর এক-দেড় বছর পরে ফুল আসতে শুরু করে, তবে তা পরিমাণে অল্প। তিন-চার বছর পরে ফুল হয় বহুলক হারে। শিউলি ফুল অগস্টের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে, প্রায় মধ্য জানুয়ারি অবধি ফোটে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ফুল হয়। কোনও কোনও গাছে আবার সারা বছরই ফুল হয়। শিউলি লাগানোর উপযুক্ত সময় এপ্রিল। বীজ থেকে চারা তৈরি করে বা নার্সারি থেকে অটিকলমের গাছ এনে, মৃত্তিকাবেই টবে গাছ করা যায়। তবে টবের জন্য কলমের গাছই উপযোগী। এতে গাছের বৃদ্ধি ও ফুল দুই দ্রুত হয়। কলমের গাছ লাগালে সেই গাছে মাত্র গাছের সমস্ত চারিত্রিক গুনাবলী বিদ্যমান থাকে। টবের জন্যে গাছের উচ্চতাও সমন্বয়সূর্যে থাকে কলমের চারা লাগালে শিউলি গাছের ফুল দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর সেই কারণেই শিউলি গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করে টব পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। নার্সারি থেকে কিনে আনা কলমের গাছ প্রথমে ৪-৬ ইঞ্চির টবে বসাতে হবে। তারপর নিয়মিত গাছের বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং গাছকে ৮ ইঞ্চির টবে স্থানান্তরিত করা জরুরি। গাছের মূল শক্ত হতে গেলে এবং গাছে ফুল ঢলে আসার সাথে সাথে ফুলগুলি একে ১২ ইঞ্চির টবে স্থানান্তরিত করলে গাছের আয়ু বাড়ে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে স্থানান্তরের প্রতিটি পর্যায়ে গাছের মূলের যাতে ক্ষতি সাধন না হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে। গাছের খোড়া থেকে যখনই শিকড় বের হবে, তখনই সাথে সাথে তার পর্যায়ক্রমিক অপসারণ অত্যন্ত আবশ্যক। গাছের গোড়ায় জমে থাকা জল গাছের বৃদ্ধির সহায়ক নয় এবং গোড়ায় জল জমলে গাছের মৃত্যু অবধি হতে পারে কারণ, শিউলি গাছ water stagnation সহ্য করতে পারে না তাই টবের ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরি করতে ব্যবহার করা যায়। এই গুলো জলে ভর্তিয়ে গাঁড়ো করে পাউডার করে ছাদখা গাছে জলে মেশালে চমৎকার ফল উৎপন্ন হয়। শিউলি গাছের পাতা ০৫৬০৫১.১৭৮৫৬. lovers, নানারকম ব্যক্তিগত সমস্যার চিকিৎসার জন্যে ঔষধ বা বড়ির মত করে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। এর পাতায় থাকে ডি-মানিটল, ফ্লাভানোল গ্লুকোসাইডেজ এর মত কেমিক্যাল কম্পাউন্ড। মাথার খুসকি দূর করতে শিউলি বীজ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে এটি একটি ঔষধি জীবনধারার অন্যান্য আধুনিক সমাজের কাছে তাদের পছন্দের বাগান করার জন্য যার বা বরাবরই একমাত্র সফল বা জল নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর রাখতে হবে। এর জন্য গাছ লাগানো আগে টবের মৃত্তিকাগুলো প্রথমে ঘোলামাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে কিছুটা ইটের টুকরো বা নুড়িপাথর বা স্টেনলিপস দিতে হবে। তবে উপর কিছুটা বালি দিয়ে টুকরোগুলো ঢেকে দিতে হবে। বালির স্তরের উপর মাটি দিয়ে গাছ লাগাতে হবে। বালি থাকার জন্য মাটি, বালি ছেড়ে করে নীচে যেতে পারবে না, ফলে জল আটকাবে না। টবে মাটি দেওয়ার আগে, সাধারণ বাগানের মাটির সঙ্গে ঘোরার সার, হাড়গুঁড়ো, শিমের খুঁড়ি, কিছুটা পুরনো সারের গোল আল করে মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হয়। গাছ বসানোর যেমন একটা নিয়ম আছে, তেমনই পুরনো টব থেকে গাছ বার করারও একটা নিয়ম আছে। গাছ বার করার সময় এক হাত দিয়ে টব উল্টো করে ধরতে হবে, টবের মাটি যেন শুকনো থাকে। অন্য হাত থাকবে গাছের গোড়ায়। উল্টোনো টব ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দরকারে শক্ত কোনও ঠুঁ জিনিসে ঠুকতে হবে। অল্প ঠুকতেই মাটিসুদ্ধ গাছ টব থেকে আলগা হয়ে যায়। নতুন টবে গাছ বসিয়ে সারসাগে আল ভাবে চেপে চেপে মাটি দিলে হাওয়া ঢুকে জটিকর ছত্রাক ঘটিত রোগ তৈরি হওয়ার ভয় থাকে না। গাছ বসানোর পরপরই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দেওয়া জরুরি। যেহেতু অগস্টের মাঝামাঝি সময় থেকে ফুল ঝরে তাই গ্রীষ্মের (এপ্রিল-মে মাস) শুরুতে এক-দেড় ইঞ্চি করে গাছের মাথা ছেঁটে দিলে বা প্রুনিং করলে ফুলের প্রাচুর্যতা যেমন পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তেমনি গাছ একটি সুন্দর গোলের মত আকৃতি লাভ করে, যা কিনা গাছের শোভা বর্ধন করে। মরশুমের ফুল শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট মঞ্জরী ও ছোট দেওয়া হয় গাছের বয়স যখন কম থাকে, সেই সময় মাসে একবার তিন-চার দিনের পুরনো ঘোল (সেরেল) পচা জল সার হিসেবে দিতে পারলে তা গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয়। সার দেওয়ার আগের দিন গাছে জল না দিলে, মাটি শুকনো থাকায় শিকড় দ্রুত সার শুষে নিতে পারে। গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ১০:২৬:২৬ অনুপাতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম দেওয়া যেতে পারে। তবে গাছের আয়ু বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সারের চেয়ে জৈব সারের ব্যবহার করা শ্রেয়। একটি চার-পাঁচ বছরের গাছের ক্ষেত্রে বছরে দুবার, ফুল ঝোটার আগে এবং মার্চ মাসের শুরুতে নতুন পাতা গজানোর সময়ে সরষের খোল ও গোবর সারের সঙ্গে কুয়াশা হাড়গুঁড়ো মিশিয়ে দিলেই যথেষ্ট। শিউলি গাছে বেশ পোকামাকড় হয়। বিশেষ করে শুঁয়োপোকা বা cat-terpillar, যা গাছের পাতা খেয়ে ফেলে। সবচেয়ে পোকামাকড়ের জন্য কয়েক দিন পরপর নিমতেল বা নিম পাতা সিদ্ধ জল ঠাণ্ডা করে গাছের উপর স্প্রে করে দিলেই হবে। কিন্তু এতে শুঁয়োপোকা মরে না। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে, এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হল, যে পাতার তলায় প্রজাপতি ডিম পাড়ছে সেটা ছিঁড়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে ফেলে দেওয়া আগস্ট মাস থেকে শুরু করে শীত শুরুর আগে অবধি শিউলি ফুল ফুটতে থাকে, বাজারে বিভিন্ন জন্যে সজ্জার প্রকারে ফুটে থাকা ফুলগুলো সাথে করে কলকাতার মোড়কে ফুলীয় বাজারে পাঠানো হয়। শিউলি ফুলের পাপড়ি হতে সুগন্ধি তেল নিষ্কাশন করে বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীতে ব্যবহার করা হয়। ফুলের পাপড়ি থেকে যান তেল নিষ্কাশনের জন্যে সব চেয়ে ফুল পছন্দের হয় নিউগন্ধী কোশেন per fumery industry বা প্রসাধনী প্রস্তুতকারক সংস্থের।

স্বাবলম্বী করবে সুন্দরী ফেজান্ট

পোলট্রি জগতের সব থেকে সুন্দরী পাখি। আবার ফেজান্টের মাংস মুরগির মতো সাদা, চর্বিহীন এবং প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। এই পাখি বন্য বলে এর মাংস বেশ সুস্বাদুও। ফেজান্ট নিয়মিত ডিম দেয়। এই পাখি চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুমনকুমার সূত্রধর ও ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী

তৃতীয় পর্ব

৩) হাঁচি-এর জন্য ব্যবস্থার করা হবে এমন ডিম ৭৫% আর্দ্রতায় ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত করে রাখা যায়। ৪) অন্তর্জিত ইনকিউবেটরে ফেজান্টের ডিম ফোটাতে ২৪ থেকে ২৫ দিন সময় লাগে। ৫) ইনকিউবেটরে বাতাসের গড় তাপমাত্রা ৩৭.৫ সেন্টিগ্রেড হয়। ৬) ইনকিউবেটরের প্রথম ২১ দিন আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০% রাখতে হবে। ২১ তম দিন থেকে আর্দ্রতা বাড়িয়ে ৯০% করতে হবে। ফেজান্টের ডিমের খোলা খুবই শক্ত ও রাবারের মতো হয়। তাই এদের ডিম ফোটানোর জন্য খুব বেশি আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। আর্দ্রতা বেশি না হলে বাচ্চা, ডিমের খোলার পর্দা ছেদ করে বাইরে আসতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ডিমের উপর ঈষদুষ্ণ জল স্প্রে করতে হয়। ৭) প্রথম ২১ দিন ডিমগুলিকে উলম্বভাবে (Vertically) ৯৬ ডিগ্রি কোণে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ঘোরাতে হয়। ২১ তম দিনের পর থেকে আর ডিম ঘোরানোর প্রয়োজন পড়ে না। ক্লাচিং-এর পরিপর্যা (Rearing of Brooding)৭) প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৫৩০ বর্গসেমি জায়গার প্রয়োজন। ৮) ১২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের ব্রুডিং করে রাখা হয়। ৯) তিন সপ্তাহ বয়স থেকে এরা উড়তে সক্ষম হয়ে যায়। ১০) প্রথম তিন লাচিং এর আপেক্ষিত ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাখতে হবে। পরে ওই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আনতে হবে। ১১) ৫৩ টি বাচ্চার জন্য কমপক্ষে দুই মিটার লম্বা

আবহাওয়ার তারতম্য এবং এক বয়সের জন্যের জন্যের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৪) প্রতি টন খাবারে ৪৬০ গ্রাম অ্যাম্প্রোলিয়াম (Amprolium of Coccidiosis) মেশাতে হবে। ১৫) অন্তত প্রথম স